প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
J1504
21396

২৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৩৪

১ম সংখ্যা

বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব *

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি,
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার
লোভ-জটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি' কাতর যত প্রাণী,
কর' ত্রাণ, মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম
চির মধুনিষ্যন্দ ॥

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।

এস,' দানবীর, দাও
ত্যাগ-কঠিন দীক্ষা।
মহাভিক্ষু, লও সবার
অহঙ্কার ভিক্ষা।

* সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম অনুসারে পঠনীয়।

লোক লোক ভুলুক্ শোক, খণ্ডন কর' মোহ,
উজ্জ্বল কর' জ্ঞানসূর্য্য-উদয়-সমারোহ।
প্রাণ লভুক্ সকল ভুবন,
নয়ন লভুক্ অন্ধ॥

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য॥

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয়
তাপ-দহনদীপ্ত।
বিষয়-বিষ-বিকারজীর্ণ
খিন্ন অপরিতৃপ্ত
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি;
তব মঙ্গলসঙ্ঘ আন', তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সঙ্গীতরাগ,
তব সুন্দর ছন্দ॥

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য॥

"গাছপালার প্রতি ভালোবাসা"

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হোটেল্ ইম্পারিয়ল্
ভিয়েনা

কল্যাণীয়েষু

তেজেশ, তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দ হ'ল। তোমার লেখাগুলির মধ্যে শান্তিনিকেতনের গাছপালাগুলি মর্ম্মরধ্বনি ক'রে উঠেচে। তাতেই আমার মনকে পুলকিত ক'রে দিলে। তোমার গাছপালার প্রতি ভালোবাসা আমার মনের সুরের সঙ্গে ভারি মেলে, সেইজন্যে আজ এত খুসি হয়েচি। আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবাবন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হ'য়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌছল। তাদের ভাষা হচ্চে জীবজগতের আদিভাষা,

তার ইসারা গিয়ে পৌছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়,—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে। ঐ গাছগুলো বিশ্ববীণার একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হ'য়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহ'লে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট্ প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। "এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাম্" দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্ম্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি। বষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়? তার মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর; সেই সুরটি যদি কান পেতে নিতে পারি তাহ'লে আমাদের মিলন সঙ্গীতে বদ্‌সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে-বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন,—দুইএ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী,—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ"। শুনেছিলেন "যদিদং কিঞ্চ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং"। তাঁরা গাছে গাছে চির-যুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, "কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ"—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝর্‌ণা অহরহ ঝর্‌তে লাগ্‌ল, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা! সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে? এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জান্‌লার কাছে ব'সে কত দিন মনে করেছি শান্তি-নিকেতনের প্রান্তরে আমার ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখ্‌ব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম-প্রৈতির বন্ধ-বিহীন প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে। মুক্তির জন্যে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছের সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যান-মন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে, প্রতি নিস্তব্ধরাত্রে তারার আলোয় তাদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময় —তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ—অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্ধামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়? কোলাহল থেকে সঙ্গীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে তোমার চিঠি যখন পেলুম তখন মনে প'ড়ে গেল সেই সঙ্গীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজ্‌চে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে,—তাদের কাছে চুপ ক'রে বস্‌তে পার্‌লেই সেই সুরের নির্ম্মল ঝর্‌ণা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পার্‌বে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হ'য়ে স্নিগ্ধ হ'য়ে তবেই আনন্দ-লোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই। পরম সুন্দরের মুক্তরূপ প্রকাশের মধ্যেই আমার পরিত্রাণ,—আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্চে সেই সুন্দরের চরম দান।

বুঝ্‌তে পার্‌চ তোমার চিঠিখানি আমার কাজে লেগেচে—সেইজন্যে তোমাকে এতখানি লিখ্‌লুম। ইতি ২৩শে অক্টোবর, ১৯২৬।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর